প্রথম মৎস্যকর্মী সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের আহ্বানে কাঁথি জনমঙ্গল সোসাইটির সংহতি হলে প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মৎস্যকর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১২টি ব্লকের ২৫০ জন মৎস্যজীবী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে খসড়া উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল বিজ্ঞপ্তি ২০১৮, নিবিড় চিংড়ি চাষ, উপকূল এলাকায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে পর্যটন শিল্পের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সম্মেলনের প্রস্তাব ক্রমে পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম নামে জেলায় মৎস্যজীবী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা সংগঠনের নাম ঘোষণা করেন সভার সভাপতি তথা কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি তমালতরু দাস মহাপাত্র। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের বর্ষীয়াণ নেতা প্রদীপ চ্যাটার্জী কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কেন্দ্র সরকার খসড়া সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ২০১৮, সাগরমালা এবং নীল বিপ্লবের নাম করে উপকূল এলাকা এবং ক্ষুদ্র ও পরম্পরাগত মৎস্যজীবীদের জীবিকাকে ধ্বংস করতে চাইছে। এই স্বৈরাচারী আগ্রাসনকে আমাদের যেকোন মূল্যে রুখতে হবে। তমালতরু দাস মহাপাত্র বলেন, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম তট রক্ষা, সমুদ্র রক্ষা ও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের রক্ষার রাজনীতি করবে। এই সংগঠন দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে কাজ করবে। সমগ্র জেলার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করে আগামীদিনে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কেন্দ্রের খসড়া সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ২০১৮ বাতিলের দাবিতে এবং নিবিড় চিংড়ি চাষের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। নিবিড় চিংড়ি চাষকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে আগামী খাদ্য নিরাপত্তার অভাব দেখা দেবে বলে আমি মনে করি। পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের উদ্যোগে তিন শতাধিক মৎস্যজীবী কেন্দ্রীয় বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রীর নিকট পোষ্ট কার্ড মারফৎ চিঠি লেখেন খসড়া সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি ২০১৮ বাতিল করণ। সর্বাথ সাধক উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করুন। জেলা থেকে ১৫০০ পোষ্টকার্ড ক্যাম্পেন করা হবে। উল্লেখযোগ্য দাবিগুলির মধ্যে ১) খসড়া সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি বাতিল কর, ২) নিবিড় চিংড়ি চাষ বন্ধ কর, ৩) ট্রলি ফিশিং বন্ধ কর ৪) পি ডি এস মূল্যে ২ সিলিন্ডার পর্যন্ত ইঞ্জিন যুক্ত নৌকাকে ডিজেল সরবরাহ করতে হবে ৫) সুস্থায়ী পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য সরকারি সাহায্য প্রদান করতে হবে ৬) খটি কর্মচারীদের বারো মাসের কাজের নিয়োগ পত্র দিতে হবে। ফোরামের কোষাধ্যক্ষ সুজয় কৃষ্ণ জানা, সহ সভাপতি দেবাশিস শ্যামল, কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল রায়, মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্যভেন্ডার ইউনিয়নের সম্পাদক অচিন্ত্য প্রামাণিক এবং কাঁথি মেরিন খটি কর্মচারী সমিতির সম্পাদক বাবলু কুমার গিরি উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের ১৭ জনের একটি কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়।

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামজীবনপুর ঃ জয়গুরু সেবাঞ্জলি সেবা সমিতি'র আয়োজনে রামজীবনপুর পৌরসভায় থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও বাহক নির্ণয় শিবির। উপস্থিত ছিলেন থ্যালাসেমিয়া সোসাইটির সেক্রেটারি প্রদীপ কুমার বেরা, বিশিষ্ট সাংবাদিক অলোক কুমার ঘোষ, শিক্ষিকা রূপা পাল, সমিতির সম্পাদক ও কর্ণধার প্রশান্ত কুমার ঘোষ-সহ প্রতিষ্ঠানের একঝাঁক তরুণ-তরুণী। 'থ্যালাসেমিয়া জীবনঘাতী ও মরণব্যাধী' শীর্ষক আলোচনা অংশগ্রহণ করে পার্শ্ববর্তী প্রায় দশ-বারোটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। উক্ত শিবিরে উপস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ও মেধাবী ৭০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। থ্যালাসেমিয়ার বাহক নির্ণয়ে অংশগ্রহণ করেন ১৩৫ জন।

আন্তর্জাতিক ড্রাগ দিবস পালন করলো দিঘা থানা ও দিঘা মোহানা থানা।

মনসা পুজো উপলক্ষ্যে প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির শেরপুর যুবক সংঘের উদ্যোগে কাঁথির খড়গপুর বাইপাশ সংলগ্ন মাঠে চার দিন ধরে চলা মনসা পুজোর মঙ্গলবার সমাপ্তি হল। সেই উপলক্ষ্যে রাতে পুরস্কার বিতরণী সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি, স্থানীয় ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সীতারাম মাঝি, সুরজিত মাইতি প্রমুখ। এই মঞ্চ থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

সরব শহীদ ও নিখোঁজদের পরিবার

সমীর মাহাতো, ঝাড়গ্রাম ঃ এবার একাধিক দাবিতে সরব হল জঙ্গলমহলের মাওবাদী সন্ত্রাসে শহিদ ও নিখোঁজ পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার শহিদ ও নিখোঁজ পরিবারের মঞ্চ-র ব্যানারে কয়েক'শ সদস্য পথসভা করে প্রশাসনের কাছে দাবি দাওয়া জানায়। মাওবাদী হঠাও, সিবিআই তদন্তের দাবিও প্রচারে উঠে এসেছে। মঞ্চের অন্যতম দাবিগুলির হল, কেন্দ্র সরকারের পক্ষে ১০ লক্ষ ও রাজ্য সরকারের পক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শহিদ পরিবারগুলির প্রত্যেক পরিবারের এক জনকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক কৃষক ও ক্ষেতমজুর পরিবারের ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ মুকুব করতে হবে। মাওবাদী আক্রমণে অক্ষম ও প্রতিবন্ধীদের সরকারি সাহায্য দিতে হবে। মাওবাদী আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। ঘরছাড়া পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন দিতে হবে। শহিদ পরিবারের বিধবা ভাতা চালু করতে হবে। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনায় সরকারি সাহায্য ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের সরকারিভাবে মৃত ঘোষণা করতে হবে। উল্লেখ্য, বিরোধী শিবির বহু আগে থেকে অভিযোগ তুলে আসছে, যারা মাওবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সন্ত্রাস করল, সেই অভিযুক্তদের সরকার পুলিশে চাকরি দিল, আর শহিদ ও নিখোঁজ পরিবারগুলির দিকে ফিরেও তাকাল না। টানা ৪-৫ বছরে মাওবাদী সন্ত্রাসে প্রায় সাড়ে তিন'শ-র বেশি খুন হয়েছে জঙ্গল মহলে, যাঁদের বেশির ভাগই নিচু তলার ছা-পোষা সিপিএম কর্মী। নিখোঁজ রয়েছেন বহু। অসহায় অবস্থায় দল যে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাও নয়। প্রতিক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে পঞ্চায়েত নির্বাচন পার হয়। শাসক দলের বিরুপ ফল হয় ঝাড়গ্রাম এলাকায়। অবশেষে আমলা, পুলিশ, মন্ত্রীত্বে রদবদল ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ হাতে ঝাড়গ্রামের দায়িত্ব দেন। অবশ্য দেশের আর পাঁচটি মাওবাদী অধ্যুষিত রাজ্যের চেয়ে এ রাজ্য তা দমনের ক্ষেত্রে তিনি কুতিত্ব অর্জন করেছেন। পাশাপাশি, কয়েকদিন আগে ঝাড়খন্ড রাজ্যে সীমান্তে পুলিশ-মাওবাদী লড়াইয়ের খবর সংবাদে উঠে এসেছে। এমনকি সীমানা এলাকা সিল করেছে পুলিশ। সাধারণের দাবি ও অভিযোগকে শিখণ্ডি খাড়া করে যাতে কেউ ফের জঙ্গলমহলে অশান্তি পাকাতে না পারে, সে দিতে সতর্ক রয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন। মঞ্চের এই দাবি-দাওয়া খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

তাঁতিগেড়িয়াতে টর্চ জ্বেলে চুরি, সিসিটিভিতে ছবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর থানা এলাকার তাঁতিগেড়িয়াতে টর্চ জ্বেলে রীতিমতো বেছে বেড়ে দামি মোবাইল, ল্যাপটপ চুরি করছে চোর। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ল এমনই ছবি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে মেদিনীপুর থানার পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তাঁতিগেড়িয়ায় বছরখানেক আগে একটি মোবাইল দোকান খুলেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা বাপ্টি চৌধুরী। রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী তাঁর দোকানে লুটপাট চালায়। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে সেই দৃশ্য। দোকানে থাকা মোবাইল, ল্যাপটপ ও ২৫ হাজার টাকা চুরি যায়। সকালে দোকান খুলতে এসে গোটা ঘটনাটি জানতে পারেন বাপ্টি চৌধুরী।

আজ জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, উন্মাদনায় মহিষাদলবাসী

সুদীপ্ত আওয়ান, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ পঞ্জিকা মতে আজ জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। আর এই স্নানযাত্রাকে কে কেন্দ্র করে বিশেষ উন্মাদনায় মেতেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলবাসীরা। পুরী, মাহেশের মতো শতাব্দী প্রাচীন এই মহিষাদলের রথ। তাই অতিবৃষ্টির মাঝেও বিশেষ উন্মাদনা জেগেছে মহিষাদলবাসীর মনে। ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়ের সহধর্মিনী ধর্মপ্রাণ রানী জানকি দেবী মহিষাদলের রথের সূচনা করেছিলেন। এরপর ১৮০৪ সালে ওই রানীর মৃত্যুর পর অল্পকালের জন্য মতিলাল পাঁড়ে মহিষাদলের রাজত্ব পান। সেই সময় তিনি একটি সুন্দর ধরনের সাতরো চূড়োর রথ তৈরি করান। পরে ১৮৫২ সালে তৎকালীন রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ বাহাদুর ওই ১৭ চূড়া রথের সংস্কার করার জন্য কলকাতা থেকে কয়েকজন চিনা কারিগরকে আনিয়েছিলেন। সে সময় প্রায় চার হাজার টাকা খরচ করে তিনি রথের চারধারে চারটি মূর্তি বসিয়েছিলেন। ১৯১২ সালে স্থানীয় মিস্ত্রি মাধব চন্দ্র দে রথের সামনের কাঠের ঘোড়া দুটিকে তৈরি করেছিলেন। যা এখনও পর্যন্ত রথ বিগ্রহের মধ্যে দেখা যায়। রথের মধ্যে এখন সেকালের তৈরি ঘোড়া থাকলেও এখন আর সেকালের সেই সতেরো চূড়ার রথ আর নেই। এখন মহিষাদলের রথ ১৩ চূড়ায় পরিণত হয়েছে। সেকালের সতেরো চূড়ার রথের এক একটি চাকার উচ্চতা ছিল প্রায় ৬ ফুটের বেশি। এখন যা ৪ ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানকার রথের মোট চাকার সংখ্যা ৩৪টি। পুরী, মাহেশের পরই মহিষাদলের রথের কথা শোনা যায়। তবে গত কয়েকবছরে এই মহিষাদলের রথের অবস্থা খুব করুন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেকালে রথের মেলায় মহিষাদলের শহীদস্তম্ভ থেকে গুন্ডিচাবাটি পর্যন্ত প্রায় এক-দেড় কিলোমিটার রথ সড়কের দুই ধারে সারে সারে হরেক রকমের দোকান, মনিহার, নাগরদোলা, মরনকুয়ো, চিড়িয়াখানা, মৃৎশিল্প, বেবিট্রেন, পুতুল নাচ ও আরও কতকিছুই না বসতো। কিন্তু গত কয়েকবছরে তা হাতে গোনা মাত্র কয়েকটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। রথ সড়কের দুই ধারে এখন গজিয়ে উঠেছে বড়বড় সারিসারি বাড়ি ও দোকানদানি। অনেকে আবার জায়গা কিনে তা এমনই ফেলে রেখে দিয়েছেন। সেইসব জায়গায় মেলা বসার জন্য বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করছেন জায়গার মালিকরা। মেলার পরিধি কমলেও এখনকার মেলায় নানান আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। মরণকুয়ো, সাইকেল ড্যাম্পের বদলে এসেছে এখন যুবক-যুবতিদের রঙঢালমলে ড্যান্স হাঙ্গামা। নতুন উৎপাতের মধ্যে দেখা গেছে লেসার টর্চ চোখে মারা, রথ টানতে এসে বেয়ালিপনা, তাই সাদা পোষাকি পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল গত কয়েকবছরে। মেলার বহর কমলেও মেলার মধ্যে রোমিওদের দৌরাত্ম্য একালে কিছুটা হলেও বেড়েছে। উঠতি বয়সের মেয়ে-যুবতিদের দেখলে সিস মারার মতো দৃশ্য দেখা যায়। গত কয়েকবছর আগেই প্রশ্ন উঠেছিল প্রাচীন এই রথ আর চলবে কিনা। কারণ গুন্ডিচাবাটির জায়গা দখলের অভিযোগে নির্দিষ্ট জায়গায় আগেই রথ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এবছর এখন থেকেই প্রশাসন রথ সড়ক বেদখল করতে হাত লাগিয়েছে। মহিষাদলের রথ লোকসমাগমে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্য সব রথকে টেক্কা দেয়। এজন্য এখন থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করতে চায় প্রশাসন। হলদিয়ার বিভিন্ন জায়গা ছাড়াও হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণার মতো বিভিন্ন স্থান থেকে এই রথের দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। মহিষাদল রাজপরিবারের রথযাত্রা এখনও রাজপরিবারের হাতে বাঁধা থাকলেও রথের মেলা এখন হয়ে গেছে সার্বজনীন। তবে এখনও রথের রশিতে প্রথম টান দিতে আসেন রাজপরিবারের উত্তরসূরিরা। এরপর রথের রশি চলে যায় আমজনতার হাতে। মহিষাদলের রথযাত্রা জমে ওঠে উৎসবের আনন্দে। রথকে ঘিরে মেলা, আর মেলার দোকান, নাগরদোলা, পুতুল নাচ, সার্কাস, মৃৎশিল্প, পাখি কেনা বেচা, আম-কাঁঠাল বিক্রি বাট্টা, গাছের চারা কেনাও এই মেলার এক অন্য অঙ্গ। রথের লোক সমাগম এখনও বেড়েছে। তাই শিল্পনগরী হলদিয়ার খেয়াঘাট আজও ভরে যায় যাত্রীদের ভীড়ে। সড়কপথে হলদিয়া-মেচেদা থেকে বাসে বাদুড় ঝোলা ভীড় লেগেই থাকে। রথ দর্শনে আসা দর্শকদের বাড়তি দর্শনের পাওনা হিসাবে আছে রাজবাড়ির সংগ্রহশালা, রাজার আম বাগান-সহ নানাবিধ। সে যাই হোক রথের আগে এখন জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাতেই মাততে চায় মহিষাদলের বাসিন্দারা। আজ প্রায় হাজারো মানুষের সমাগম হতে চলেছে এখানে। তাই তৎপর পুলিশ-প্রশাসন উভয়েই।